সিট্রোনেলা ১৫ হাজার খরচে ১৩ হাজার টাকা লাভ

রিপোর্ট করেছেন *আসাদুর রহমান*

আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে সাবান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য। বর্তমানে এদেশে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত সাবান কোম্পানি রয়েছে। সাবান তৈরির উপকরণগুলো কোনোটি দেশে তৈরি হচ্ছে। কোনোটি আমদানি করা হচ্ছে বিদেশ থেকে। তবে সাবানের সুগন্ধীর প্রায় পুরোটাই আমদানি করতে হচ্ছে বিদেশ থেকে। সেই আমদানিও কয়েক কোটি টাকার কম নয়। কিন্তু আমরা চাইলে এই সুগন্ধী এদেশেই উৎপাদন করতে পারি। দেশে এর উৎপাদনও খুবই স্বল্প পরিসরে শুরু হয়েছে। সিট্রোনেলা নামক এক ধরনের ঘাস থেকে এই সুগন্ধী উৎপাদন করা সম্ভব।

কি এই সিট্রোনেলা

সিট্রোনেলা এক ধরনের লম্বা ঘাস। এই ঘাস থেকে সিট্রোনেলা তেল তৈরি করা হয়- যা সাবানের সুগন্ধী হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। সিট্রোনেলা থেকে সিট্রোনেলন ও সিট্রোনেলাল তৈরি করা যায়- যা পৃথিবীব্যাপী খুবই দামী সুগন্ধী। শুধু সাবান নয়, বিভিন্ন প্রকার খাবারে গন্ধের উপকরণ হিসেব সিট্রোনেলা ব্যবহার করা যায়। বর্তমানে সাবান ও খাবারের সুগন্ধী হিসেবে বিভিন্ন ক্যামিক্যাল ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু শরীরের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় দিন দিন এ ধরনের কেমিক্যালের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে প্রকৃতি থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন সুগন্ধীর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাপকভাবে। বহু বছর ধরে পৃথিবীতে এই ঘাসের চাষ হয়ে আসলেও বর্তমানে শুধু কয়েকটি দেশে স্বল্প পরিসরে এই ঘাস চাষ করা হচ্ছে। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি চাষ হয় ভারত আর ইন্দোনেশিয়ায়। ভারতের শুধু আসাম এলাকায় সিট্রোনেলা চাষ দেখা যায়। আমেরিকা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলো ভারত আর ইন্দোনেশিয়া থেকে সিট্রোনেলা তেল আমদানি করে।

বাংলাদেশের যে অঞ্চলগুলোতে পানি দাঁড়ায় না, সে এলাকটি সিট্রোনেলা চাষ করা যায়। বাংলাদেশের মাটির জন্যে জাভা সিট্রোনেলা উপযোগী

কোথায় ভালো হয়

সিট্রোনেলা ঘাস সাধারণত 'এসিড সমৃদ্ধ মাটিতে' ভালো জন্মে। বাংলাদেশের গড় এলাকা অর্থাৎ মধুপুর ও গারো পাহাড় এলাকা সিট্রোনেলা চাষের উপযুক্ত স্থান। তাছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের মাটি সিট্রোনেলা চাষের উপযোগী। বাংলাদেশের যে অঞ্চলগুলোতে পানি দাঁড়ায় না, সেসব এলাকাতে সিট্রোনেলা চাষ করা যায়। বাংলাদেশের মাটির জন্যে জাভা সিট্রোনেলা উপযোগী।

বাংলাদেশে সিট্রোনেলা চাষ

আলফা এরোমেটিক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহসান উল্লাহ সাভারে সিট্রোনেলার চাষ করছেন। তিনি বাংলাদেশে একমাত্র সিট্রোনেলা চাষী। তার উৎপাদিত সিট্রোনেলা তেল কেয়া কসমেটিকস্ সাবানের সুগন্ধী হিসেবে কিনে নিচ্ছে। কিন্তু আহসান উল্লাহ যে পরিমাণ তেল উৎপাদন করেন তা এদেশের সাবান কোম্পানিগুলোর চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত।

সিট্রোনেলা চাষ- কতটা লাভজনক

বাংলাদেশের মাটিতে প্রতি একরে বছর প্রতি ৬ টন সিট্রোনেলা ঘাস পাওয়া যায়। ৬ টন ঘাস থেকে ৪০ কেজি সিট্রোনেলা তেল পাওয়া সম্ভব। প্রতি কেজি ৭০০ টাকা দরে ৪০ কেজির বর্তমান বাজার দর রয়েছে ২৮০০০ টাকা। সিট্রোনেলা তেলের বাংলাদেশের একমাত্র উৎপাদক আহসান উল্লাহ্ সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, ২৮০০০ টাকার তেল উৎপাদন করতে সেচ, শ্রমিক খরচ, সার, চারার দাম মিলিয়ে ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়।

সিট্রোনেলা চাষ পদ্ধতি

সিট্রোনেলা ঘাস চাষে সবচেয়ে সুবিধাজনক বিষয় হলো এটি একবার লাগালে ৫ বছর ঐ গাছগুলোই ফসল দেয়। ফলে প্রতি বছর চারা লাগানোর ঝামেলা নেই। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর সময়টা সিট্রোনেলা চাষে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। চারা লাগানোর ৯ মাস পর সিট্রোনেলা পাতা কাটার সময় হয়। সেচের সুবিধা থাকলে এবং প্রয়োজনীয় যত্ন নেয়া গেলে বছরে দুটি ফসলও সংগ্রহ করা সম্ভব। প্রতি বছর নতুন করে চারা লাগাতে হয় না। ফলে দ্বিতীয় বছর থেকেই বীজের খরচ বন্ধ হয়ে যায়। ৫ বছর পর আবার জমি হাল দিয়ে নতুন করে চারা লাগাতে হয়।

আপনিও শুরু করতে পারেন

সিট্রোনেলা ঘাসের চাষ শুরু করতে পারেন আপনিও। তবে তা গ্রামাঞ্চলেই সবচেয়ে ভালো হবে। কেননা সেখানে শ্রমিকের মজুরি কম। তাছাড়া চাষের জমি পাওয়া যাবে পর্যাপ্ত। সিট্রোনেলা চাষের জন্যে আপনি ঐসব জমি বেছে নেবেন যেখানে অন্যান্য ফসলাদি তেমন একটা ভালো জন্মে না। তাছাড়া সরকারি খাস জমি বা বন বিভাগের জমি লিজের মাধ্যমে নেয়া যেতে পারে।

সিট্রোনেলা তেল তৈরির কারখানা তৈরির জন্য আপনার প্রয়োজন পড়বে ১০ লাখ টাকার পুঁজি। এই টাকা দিয়ে আপনি সিট্রোনেলা তেল তৈরির কারখানা গড়ে নিতে পারবেন। তাছাড়াও লাগবে একটি বড় উঠান- সেখানে আপনি ঘাসগুলো রোদে শুকিয়ে নিতে পারবেন।

সিট্রোনেলা তেল উৎপাদনে মাঠ থেকে কারখানা পর্যন্ত প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ে। তাই সিট্রোনেলা চাষের মাধ্যমে আপনি প্রচুর শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবেন।

কোথায় সহায়তা পাবেন

বাংলাদেশে বর্তমানে যে সিট্রোনেলা ঘাস উৎপাদন হচ্ছে তা হলো জাভা সিট্রোনেলা। আহসান উল্লাহ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ থেকে এই ঘাসটির স্বত্বাধিকার কিনে নিয়েছেন। আহসান উল্লাহ্ সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'বাংলাদেশে সিট্রোনেলা তেলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আমার মতো আরো ১৫টি কোম্পানি সিট্রোনেলা ঘাস উৎপাদন ও তেল তৈরি করলেও এ চাহিদা পূরণ করতে পারবে না। তাছাড়া বিশ্ব বাজার তো রয়েছেই'।

আহসান উল্লাহ্ সিট্রোনেলা চাষে আগ্রহীদের বীজ, চাষ পদ্ধতি, তেল তৈরির প্রযুক্তিসহ যাবতীয় সহায়তা দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি ২০০০কে বলেন, 'কেউ যদি সিট্রোনেলা ঘাস চাষ করে তবে আমার প্রতিষ্ঠানই তার কাছ থেকে ঘাস কিনে নিতে প্রস্তুত রয়েছে। কারণ এ মুহূর্তে আমার প্রতিষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণ সিট্রোনেলা ঘাসের প্রয়োজন।

বাংলাদেশের সাবান কোম্পানিগুলো প্রতি বছর বিদেশ থেকে সাবানের সুগন্ধী আমদানি করে। যতটুকু সুগন্ধী আমদানি করে তার পুরোটাই প্রাকৃতিক নয়। সিট্রোনেলা তেল প্রাকৃতিক হওয়ায় সেটা স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানানসই।

ছবি : **খালেদ সরকার**